গল্পগুলো

হৃদয়ছোঁয়া

২

বই	**গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া-২**
লেখক	শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি
ভাষান্তর	আবদুন নুর সিরাজি
সম্পাদনা	সালমান মোহাম্মদ
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
পৃষ্ঠাসজ্জা	*মুহাম্মদ পাবলিকেশন* গ্রাফিক্স টিম

গল্পগুলো

হৃদয়ছোঁয়া

২

শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া-২

ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি

প্রথম প্রকাশ : মে ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৪ ৪৩ ৪২

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১
অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com** -এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২২০, UK $ 8, UK £ 7

GOLPOGULO RIDOYCHOA-2

Writer : Shaykh Dr. Muhammad Ibn Abdur Rahman Arifi
Translated by : Abdur Nur Sirazi

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, Underground, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-6601-3

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

মানুষ গল্পপ্রিয়। এটা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। গল্প পড়তে ভালো লাগে, শুনতেও ভালো লাগে। বয়ান বক্তৃতায় যদি থাকে গল্পের রস, তাহলে তো কথাই নেই! সকল শ্রোতা নড়ে-চড়ে বসে। একেবারে মজে যায়। হারিয়ে যায় গল্পের মাঝে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিষয়বস্তু শ্রোতাদের অন্তরে গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া ও আকর্ষণ সৃষ্টির ব্যাপারে গল্পের ছলে নসিহত ও কাহিনির অবতারণা বড়ই ক্রিয়াশীল। আর গল্পগুলো যদি হয় সাহাবাজীবনের, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর সমগ্র পৃথিবীতে যারা ইসলামের আদর্শ ও আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের রক্ত, ঘাম, শ্রম ও বিপুল ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে ইসলাম গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারাই হলেন রাসুলের প্রিয় সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তাদের জীবনে ও কর্মে ইসলামের প্রায়োগিক রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ইসলামকে বুঝতে ও জানতে হলে সাহাবিগণের জীবনাদর্শ, তাদের জীবনের গল্প ও নসিহতের কোনো বিকল্প নেই।

এই গ্রন্থে আরবের পাঠকনন্দিত লেখক শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি গল্পের ভাষায় সাহাবি ও তাবেয়ি-জীবনের নানান চিত্র তুলে ধরেছেন। ছোট ছোট গল্পঘটনার মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন সোনালি মানুষের দিনযাপন। সাহাবিদের জীবনের চিত্তাকর্ষক হীরাখণ্ডগুলো ছড়িয়ে দিয়েছেন এই বইয়ের পাতায় পাতায়। জীবনের পরতে পরতে বিশুদ্ধতার

ছোঁয়া পৌঁছে দেবার এবং জীবন বদলে দেওয়ার গল্পভাষ্যই হলো—*গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া-২*

বইটি অনুবাদ করেছেন লেখক ও অনুবাদক আবদুন নুর সিরাজি। ইতিমধ্যে মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে তার একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি বই প্রশংসা কুড়িয়েছে। আশা করি এটিও পাঠককে আপ্লুত করবে।

বইটি সম্পাদনা করেছেন লেখক, অনুবাদক ও বহুগ্রন্থ সম্পাদক সালমান মোহাম্মদ। বানান সমন্বয় করেছেন মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান। তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাদের এ খেদমত কবুল করুন।

বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করতে চেষ্টায় আমরা কমতি করিনি; কিন্তু মানুষ ভুল, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অসতর্কতাবশত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষাপ্রয়োগে জটিলতা বা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে সকল ব্যাপারে আমাদের অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
৩০ আগস্ট ২০১৯

অনুবাদকের কথা

ইতিহাস ও গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মগত-স্বভাবজাত। ইতিহাস আলোচনা করলে, গল্প দিয়ে কোনো কঠিন বিষয়কে ফুটিয়ে তুললে ভালো লাগে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মানুষের এই জন্মগত ও স্বভাবজাত বিষয়কে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণরূপে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কুরআন কারিমের অগণিত আয়াত এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে।

আপনি যদি সুরা বাকারা, সুরা ইউসুফ, সুরা নমল, সুরা নাহাল, সুরা কাহাফ, সুরা মারয়াম এবং সুরা ফিল তিলাওয়াত করেন, সেগুলোর তাফসির পড়েন, বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ থেকে আরম্ভ করে হাদিসের অন্যান্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন, তাহলে অগণিত ও অজস্র ইতিহাস ও গল্পের সন্ধান পাবেন। আল্লাহ তাআলা তো সুরা ইউসুফের শুরুতেই বলেছেন—

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

আমি আপনার প্রতি সবচেয়ে সুন্দর ঘটনাটি বর্ণনা করব। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কত নান্দনিকভাবে বান্দার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন! কেন এই প্রয়াস? আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন—

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

নিশ্চয় তাদের ঘটনাগুলোর মাঝে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১১১]

প্রথম আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'কুরআন কারিমে বর্ণিত ঘটনাগুলো সুন্দর হওয়ার কারণ হলো, এগুলো মানুষকে সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করে।'[১]

একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হজরত সাহাবায়ে কেরাম গল্প শোনার আবেদনের প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা সুরা ইউসুফ অবতীর্ণ করেছেন।[২] যা প্রমাণ করে, শিক্ষণীয় গল্প শোনা এবং গল্পের প্রতি আসক্তি থাকা মন্দ নয়।

আমাদের বর্তমান, নিকট অতীত এবং দূর-অতীতের সকল পূর্বসূরি বিষয়টির গুরুত্ব খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন। ফলে তাদের হাতে বহু ইতিহাস ও গল্পের কিতাব রচিত হয়েছে। আমাদের নিকট-আকাবিরের মাঝে হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলি থানবি, কারি তৈয়্যব সাহেব এবং জীবন্ত কিংবদন্তি শাইখুল ইসলাম তাকি উসমানি যার উৎকৃষ্ট উপমা।

এই ধারাবাহিকতায় আরব আলেমদের মাঝে প্রখ্যাত আলোচক এবং বিশ্বখ্যাত লেখক ড. শাইখ আবদুর রহমান আরিফি অন্যতম। কুরআন সুন্নাহকে মেনে চলার আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য *'কিসাসুল আরিফি'* নামে অতীত ও বর্তমান যুগের শতাধিক গল্পবহুল একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। লেখক তার গল্পের মাধ্যমে কোথাও নেককাজের জ্যোতির্ময়তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, কোথাও চেষ্টা করেছেন পাপকাজের কদর্যতা বর্ণনা করার। কোথাও তুলে ধরেছেন কল্যাণময় কাজের পুরস্কারের কথা, কোথাও বদ-কাজের শাস্তির কথা। কোথাও তুলে ধরেছেন ধোঁকা ও প্রতারণার উচিত শিক্ষা, কোথাও চেষ্টা করেছেন ইনসাফের যথাযোগ্য প্রাপ্তির। এভাবে আমাদের জীবনে ঘটমান প্রায় প্রতিটি বিষয়ের ফল ও প্রতিফল তিনি গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গল্পগুলো শুধু গল্পই নয়, বরং সেগুলোর কোনোটি হাদিস, কোনোটি ইতিহাস এবং কোনোটি কুরআন কারিমের বর্ণনা। পাঠক-মাত্রই কিতাবটি পড়ে আপ্লুত হবেন এটাই স্বাভাবিক।

---

[১] তাফসির কুরতুবি : ৯/১২০

[২] মুস্তাদরাক হাকেম : ২/৪৫৯

কিতাব এবং বিষয়বস্তুর উপকার ও অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে মুহাম্মদ পাবলিকেশন-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান কিতাবটি অনুবাদ করার জন্য আমাকে প্রস্তাব করেন। তার আগ্রহ ও কিতাবের বিষয়বস্তু বিবেচনায় আমি 'বিসমিল্লাহ' বলে এর অনুবাদের কাজ আরম্ভ করি। আল্লাহর অশেষ রহমতে খুব অল্প সময়েই অনুবাদের কাজটি শেষ হয় আলহামদুলিল্লাহ।

বইটির ভাষা-উপস্থাপনা সুন্দর ও সাবলীল করতে লেখক, অনুবাদক ও বহুগ্রন্থ সম্পাদক *সালমান মোহাম্মদ* আমাকে চিরঋণী করে রেখেছেন। এ কাজে লেখক ও অনুবাদক *হাফিজুর রহমানের* সহযোগিতাও ভুলবার নয়।

বইটি এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ সকলের মেহনত কবুল করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

—আবদুন নুর সিরাজি
শিক্ষক, ফুলবাড়ি মাদরাসা, বগুড়া
১০. ০৯. ২০১৯

সূচিপত্র

রাসুলের প্রতি জমিনের ভালোবাসা	১৫
বনু নাজিরের গাদ্দারি	১৭
আবু হুরায়রার মা	১৯
আবু তালহা এবং তাঁর স্ত্রী	২১
দাওস গোত্র	২৩
শাতিমে রাসুলের করুণ পরিণতি	২৭
মুশরিকদের সাক্ষ্য	৩১
উমাইয়া বিন খালফের মৃত্যু	৩৪
বিষ মাখানো গোশত	৩৯
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার	৪২
জিন-সাপ	৪৭
বহুবিবাহের অশান্তি	৪৯
সুন্দর চরিত্র	৫২
নীরব নিবেদক	৫৪
জাদুর কারণে অসুস্থতা	৬০
যৌবনের আসক্তি	৬২
উম্মুল মুমিনিন খাদিজার গল্প	৬৭
সুমাইয়া বিনতে খাইয়াতের বিস্ময়কর গল্প	৭১
উম্মে শারিক গাজিয়া আনসারি	৭৩
কথা বলা বাঘ	৭৫
হায় মিসকিন!	৭৭
খুবাইবের শাহাদাত	৭৯
তোমাদের কাজে আল্লাহ তাআলাও বিস্মিত	৮৩
উলঙ্গ করে ফেলব	৮৫

সাইপ্রাসদ্বীপ পর্যন্ত সামুদ্রিক যুদ্ধ ৮৯
চাঁদ দু'ভাগ হয়ে গেল ৯১
আকাশ চলে তাঁর ইশারায় ৯৩
উটও জবাব দিলো ৯৬
চোখ সুস্থ হয়ে গেল ৯৯
গাছ হেঁটে নবিজির কাছে এলো ১০১
অনুগত গাছ ১০৩
পানি ১০৪
আবু কাতাদার পানপাত্র ১০৬
তাবুক যুদ্ধ—বিস্ময়ের আধার ১০৮
এত খাবার! ১১০
এত দুধ! ১১২
তাবুকে আরেকবার ১১৪
আবু জাহেলের সাথে ১১৬
সুরাকা বিন মালেকের ঘটনা ১১৮
তোমাকে কে বাঁচাবে? ১১৯
মেয়েটির কোনো সন্তান নেই ১২১
বিনোদন ছাড়ুন ১২২
আঙুল যখন পানির ফোয়ারা ১২৪
রোগের শিফা ১২৫
চোখ আপন স্থানে ফিরে গেল ১২৯
পূর্বসূরিদের রমজান ১৩০
ইচ্ছদি এবং সুযোগ-বঞ্চনা ১৩২
মুসাইলামাতুল কাজ্জাব ১৩৬
উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ ১৪০
নিকৃষ্ট মৃত্যু ১৪৮
চিরস্থায়ী সৌভাগ্য ১৫০
জাবের বিন আবদুল্লাহর ঘটনা ১৫৩
কা'নাবির তাওবা ১৫৫

গল্পগুলো
হৃদয়ছোঁয়া

রাসুলের প্রতি জমিনের ভালোবাসা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের এক খ্রিষ্টান। সে ইসলাম গ্রহণ করে সুরা বাকারা ও সুরা আলে-ইমরান পাঠ করল। লোকটি পড়ালেখা জানত। ফলে কখনো কখনো সে রাসুলের লেখার দায়িত্ব পালন করত। হঠাৎ একদিন সে খ্রিষ্টধর্মে ফিরে যায় এবং খ্রিষ্টানদের সাথে মিলিত হয়। তারপর থেকে সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অসৌজন্যমূলক কথা বলতে লাগল এবং কুরআন কারিমের ব্যাপারে কথা উঠাল—'মুহাম্মদ কেবল তা-ই জানে, যা আমি লিখে দিয়েছি।'

তার এসব জঘন্য কাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে বদদুআ করলেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ اٰيَةً .

হে আল্লাহ, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও।

এর কিছুদিন পরই আল্লাহ্ তাআলা তাকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেন। তার সাথিরা তাকে দাফন করল; কিন্তু ভোরে দেখা গেল এক বিস্ময়কর ঘটনা। তারা দেখল, জমিন (কবর) তাকে বাইরে ছুড়ে ফেলেছে!

তার সাথিরা বলাবলি করতে লাগল, 'এটা মুহাম্মদ এবং তার সাথিদের কাজ। তাদের দল ত্যাগ করার কারণে আমাদের সাথিকে কবর থেকে বাইরে ফেলে রেখেছে!'

তারা আরও গভীর করে পুনরায় কবর খনন করে তাকে দাফন করল। পরদিন সকালবেলা কবরের কাছে গিয়ে দেখল, বিস্ময়করভাবে আবারও জমিন তাকে বাইরে ফেলে রেখেছে!

এবারও তারা বলতে লাগল, 'এটা নিশ্চয় মুহাম্মদ ও তার সাথিদের কাজ। তাদের দল ত্যাগ করার কারণে আমাদের সাথিকে কবর থেকে বাইরে ফেলে রেখেছে!'

শেষবারের মতো তারা অনেক মেহনত করল। আরও গভীর করে কবর খনন করে তাকে দাফন করল; কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার! সকালবেলা দেখল, আবারও জমিন তাকে বাইরে ছুড়ে ফেলেছে!

একপর্যায়ে তারা নিশ্চিত হলো, এটা কোনো মানুষের কাজ নয়। ফলে তারা ওই হতভাগার লাশ ওভাবেই ফেলে চলে যায়। লাশ জমিনে পড়ে থাকল। কুকুর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাতে পেশাব করত। লাশের উপর মাছি ভনভন করত। বিভিন্ন ধরনের পাখি লাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল।

সেই লোকের মতো বিদ্রূপকারীদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.

বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। [সুরা হিজর : ৯৫]

বনু নাজিরের গাদ্দারি

মদিনায় তিনটি ইহুদি গোত্র ছিল—বনু কুরাইজাহ, বনু নাজির ও বনু কাইনুকা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাদের মাঝে চুক্তি হয়েছিল, 'দিয়্যতসহ (রক্তপণসহ) বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করবে।'

উক্ত চুক্তির কারণে একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে ইহুদিগোত্র বনু নাজিরের নিকট গেলেন। তাদের নিকট গিয়েছেন বনু আমের গোত্রের দুজন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ে সাহায্য চাওয়ার জন্য। রাসুলের সাহাবি আমর বিন উমাইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুজন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করেছিলেন।

এ দিকে নিহত দুই ব্যক্তির গোত্র এবং মুসলমানদের মাঝে মৈত্রিচুক্তি ছিল। তাই এই রক্তপণের বিকল্প কোনো পথও ছিল না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাজিরের নিকট রক্তপণ আদায়ে সহযোগিতার প্রস্তাব পেশ করলে ইহুদিরা বলল, 'হে আবুল কাসিম, অবশ্যই আপনাকে আমরা সাহায্য করব।'

কিন্তু ইহুদিরা ছিল স্বভাবতই গাদ্দার। তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি দেয়ালের ছায়ায় বসিয়ে কোথাও চলে গেল। মনে হচ্ছিল, তারা সাহায্যের অর্থ সংগ্রহ করতে কোথাও গিয়েছে। কিন্তু না, তারা দূরে গিয়ে গোপন ফন্দি আঁটিল, 'তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য এমন সুন্দর অবস্থায় আর কখনো পাবে না; কে আছ, যে দেয়ালে উঠে সেখান থেকে তার উপর পাথর ছুড়ে ফেলবে এবং তার থেকে আমাদের মুক্তি দেবে?'

এই জঘন্য কাজের জন্য আমর বিন জাহহাশ নামের একব্যক্তি নিজেকে উপস্থাপন করে বলল, 'আমি প্রস্তুত।' সে পাথর নিক্ষেপ করে নবিজিকে হত্যার উদ্দেশ্যে দেয়ালের উপর উঠল। এ দিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে দেয়ালের ছায়ায় বসে আছেন।

এরই মধ্যে আসমানি সংবাদ চলে এলো। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বনু নাজিরের ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দ্রুত সেখান থেকে উঠে মদিনার দিকে ফিরে যান। সাহাবিগণ ইহুদিদের অপেক্ষায় সেখানেই বসে রইলেন। তাঁরা ভাবলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন সারতে গেছেন, হয়তো এখনই ফিরে আসবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসতে অনেক বিলম্ব দেখে সাহাবিগণ নবিজিকে খুঁজতে লাগলেন। তখন মদিনা থেকে আগত একলোকের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছ?' লোকটি বলল, 'আমি তাঁকে মদিনায় প্রবেশ করতে দেখেছি।'

এভাবে নবিজির ফিরে যাওয়ায় সাহাবিগণ খুব বিস্মিত হলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এভাবে হঠাৎ ফিরে আসার কারণ কী ছিল?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐশী সংবাদ, ইহুদিদের গাদ্দারি ও ষড়যন্ত্রের কথা সাহাবিদের বিস্তারিত বললেন।

পরবর্তী সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বনু নাজিরের মাঝে যেসব যুদ্ধ হওয়ার তা হয়েছে। একপর্যায়ে তাদের অবরোধ করা হয় এবং মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

আবু হুরায়রার মা

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবি। তাঁর মা ছিলেন প্রতিমা পূজারি। হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা তাঁর মাকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করতেন আর তাঁর মা অস্বীকৃতি জানাতেন।

একদিন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মাকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করলেন। মা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন না; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন কিছু কথা শুনালেন, যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে খুব অপ্রিয় ছিল।

মায়ের মুখে নবিজির ব্যাপারে অপ্রীতিকর কথা শুনে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্না শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আমার মাকে প্রতিনিয়ত ইসলামের প্রতি আহ্বান করতাম আর তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানাতেন। আজও যখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম, তখন তিনি আপনার ব্যাপারে খুব বাজে কথা বলেছেন, এর জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমার মাকে হেদায়াত দান করেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করলেন—

اَللّٰهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

হে আল্লাহ, আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত দাও।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর সুসংবাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়ি পৌঁছে ঘরে ঢুকার জন্য দরজায় নক করলে

তাঁর মা বললেন, 'আবু হুরায়রা, একটু অপেক্ষা করো।' বাহির থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু পানির কলকলে আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর মা গোসল করছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁর মা গোসল সেরে কাপড় পরিধান করে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'হে আবু হুরায়রা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।'

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং খুশিতে কেঁদে ফেললেন। সাথে সাথে এই সুসংবাদ নিয়ে নবিজির নিকট গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেছেন এবং আমার মাকে হেদায়াত দান করেছেন।'

এই সংবাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খুশি হলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কল্যাণের দুআ করলেন। আবু হুরায়রা আরও বেশি কল্যাণের প্রতি আগ্রহী হলেন। তাই তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে এবং আমার মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয় বানিয়ে দেন এবং আমাদের নিকট তাদের প্রিয় বানিয়ে দেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করলেন—

اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ.

হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দা (আবু হুরায়রা) এবং তার মাকে মুমিনদের কাছে প্রিয় বানিয়ে দাও এবং তাদের কাছে মুমিনদের প্রিয় বানিয়ে দাও।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এরপর থেকে এমন কোনো মুমিন ছিল না, যে আমার কথা শুনেছে বা আমাকে দেখেছে অথচ আমাকে ভালোবাসেনি।'

আবু তালহা এবং তাঁর স্ত্রী

উম্মে সালামা আবু তালহাকে বিয়ে করেন। আল্লাহ তাদের একজন পুত্রসন্তান দান করেন। তার নাম ছিল আবু উমাইর। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্রকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আবু উমাইরকে ভালোবাসতেন।

একদিনের ঘটনা। শিশুরা খেলা করছিল। তাদের সাথে আবু উমাইরও ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নবিজি আবু উমাইরকে দেখলেন। তিনি দেখলেন, আবু উমাইর তার সঙ্গে থাকা একটি পাখি নিয়ে খেলছে। পাখিটির নাম ছিল নুগাইর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে কৌতুক করে বললেন—

يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

হে আবু উমাইর, কী করছে নুগাইর?

কিছুদিন পরের ঘটনা। আবু উমাইর খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। এতে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বিচলিত হয়ে যান। অসুখ একসময় তীব্র আকার ধারণ করে। এ দিকে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো প্রয়োজনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়েছেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় ছিলেন। একপর্যায়ে আবু উমাইরের অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার মায়ের সামনেই সে মারা যায়।

পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি করছিল। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদের বললেন, 'আমি কথা বলার আগে আবু উমাইর সম্পর্কে আবু তালহার সাথে কেউ কিছু বলবেন না।' উম্মে সালামা মৃত সন্তানকে ঘরের এককোণে ঢেকে রাখলেন এবং স্বামীর জন্য খাবার তৈরি করলেন।

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুর কী অবস্থা? কেমন আছে ও?' স্ত্রী জবাব দিলেন, 'তার শ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত। আশা করছি, আরামেই আছে।'

আবু তালহা ছেলেকে দেখার জন্য তার দিকে যেতে চাইলেন। স্ত্রী নিষেধ করলেন এবং বললেন, 'বাবু চুপ করে আছে, তাই নড়াবেন না।' উম্মে সালামা তাঁর সামনে রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। আবু তালহা আহারপর্ব শেষ করে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন। স্বামী-স্ত্রী যা করে তারা তাই করলেন।

উম্মে সালামা যখন বুঝতে পারলেন, স্বামী পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত হয়েছেন, তখন বললেন, 'হে আবু তালহা, কেউ যদি কিছু সময়ের জন্য কাউকে কোনো জিনিস ব্যবহার করতে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে তা ফেরত চায়, তাহলে ওই ব্যক্তির কি উচিত নয়, মূল মালিককে তা ফিরিয়ে দেওয়া?'

আবু তালহা বললেন, 'অবশ্যই মূল মালিককে দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

স্ত্রী বললেন, 'আপনি আমাদের প্রতিবেশীর ব্যাপারে আশ্চর্য হবেন!'

আবু তালহা বললেন, 'কী হয়েছে তাদের?'

স্ত্রী বললেন, 'কেউ তাদের কোনো বস্তু ব্যবহার করার জন্য দিয়েছিল। জিনিসটি অনেক দিন তাদের কাছে ছিল। এখন তারা মনে করছে যে, জিনিসটির মালিক তারাই। মূল মালিক জিনিসটি ফেরত চাইলে তারা তা দিতে অস্বীকার করছে।'

আবু তালহা বললেন, 'তাদের আচরণ কতই-না নিকৃষ্ট!'

এরপর উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত সন্তানকে বের করে আনলেন এবং আবু তালহার সামনে রেখে বললেন, 'এই আপনার পুত্রসন্তান, আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু সময়ের জন্য আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি তাঁর জিনিসটি নিয়ে গেছেন। সুতরাং আপনার ছেলে আল্লাহর কাছে (জীবনের বরাদ্দ সময়টুকু বুঝে নিয়ে) পৌঁছে গেছে।'

এ কথা শুনে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'আল্লাহর কসম, এই রাতের ধৈর্যে তুমি আমার চেয়ে মর্যাদাবান হয়েছ।' তারপর তিনি উঠে গিয়ে সন্তানকে গোসল করিয়ে কাফন-দাফন সম্পন্ন করলেন। সকালবেলা বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালে তিনি তাদের উভয়ের জন্য বরকতের দুআ করেন। সে রাতের মিলনে আল্লাহ তাআলা তাদের এমন বরকত দান করেন যে, উম্মে সালামার গর্ভে আবু তালহার আরেকজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ'। এই আবদুল্লাহর ঔরসে নয় জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাদের প্রত্যেকেই কুরআন কারিমের হাফিজ হয়েছিলেন।

দাওস গোত্র

তুফাইল বিন আমর। দাওস গোত্রের সম্মানিত নেতা। দাওস গোত্রের সবাই ছিল তাঁর অনুগত। বিশেষ প্রয়োজনে একদিন তিনি মক্কায় গেলেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি?'

তিনি বললেন, 'আমি দাওস গোত্রের নেতা তুফাইল বিন আমর।'

তারা বলল, 'এখানে একজন লোক আছে, সে নিজেকে নবি দাবি করে। আপনি তার সাথে বসা এবং তার কথা শোনা থেকে দূরে থাকবেন। কেননা, সে জাদুকর। যদি তার কথা শুনেন, তাহলে আপনি নির্বুদ্ধি হয়ে যাবেন।

ইসলামগ্রহণের পর এ ঘটনা সম্পর্কে তুফাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কসম, তারা আমাকে লোকটি সম্পর্কে ভয় দেখাতেই থাকল। ফলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তার কথা শুনব না, তার সাথে কথা বলব না। তার কথা যেন আমার কানে না আসে, সে জন্য আমি কানে তুলার টিপি দিয়েছিলাম। এভাবেই কিছুদিন গেল। একদিন আমি কাবার দিকে গেলাম। দেখলাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু কথা আমাকে শুনিয়ে দিলেন। সেই কথাগুলো এতটাই সুন্দর ও হৃদয়কাড়া ছিল যে, আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, 'এটা কেমন ব্যাপার! আল্লাহর কসম, আমি তো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন একজন মানুষ। সুন্দরের উপর কোনো অসুন্দর লুকিয়ে থাকে না। সুতরাং লোকটি কী বলে, তা শুনতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। যদি তাঁর মাঝে কোনো কল্যাণ থাকে, তাহলে সেগুলো গ্রহণ করব। আর যদি অকল্যাণ থাকে, তাহলে সেগুলো পরিহার করব।'

তারপর আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ইতিমধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করলেন। তিনি বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে চললাম। যখন তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলেন, আমিও তাঁর সাথে প্রবেশ করলাম এবং বললাম, 'হে মুহাম্মদ, আপনার কওম আমাকে এই ধরনের কথাবার্তা বলেছে। আল্লাহর কসম, তারা আমাকে আপনার ব্যাপারে এমনভাবে ভয় দেখিয়েছে যে, আমি তুলা দিয়ে কান বন্ধ করে রেখেছি, যাতে আপনার কথা না শুনতে পাই। কিন্তু যেভাবেই হোক, আমি আপনার সুন্দর কিছু কথা শুনেছি। এবার আপনি আপনার ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

তাঁর কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশি হলেন। নবিজি তাঁর সামনে ইসলাম উপস্থাপন করলেন। তারপর পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে শুনালেন। ফলে তুফাইল নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন। প্রতিদিন তো এমনভাবে দিন অতিবাহিত হচ্ছে, যা আল্লাহ থেকে তাকে আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

সে তো পাথরের পূজা করছে, যাকে আহ্বান করলে সে শোনে না, ডাকলে সাড়া দেয় না; একপর্যায়ে তাঁর নিকট সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।

তুফাইল ইসলামগ্রহণের পরিণাম নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কীভাবে তিনি নিজের দ্বীন পরিবর্তন করবেন! পূর্বপুরুষদের দ্বীন কীভাবে ছেড়ে দেবেন! লোকজন তাঁকে কী বলবে!

তাঁর অতীতজীবন, অর্জিত সম্পদ, পরিবারপরিজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে। তুফাইল চুপচাপ ভাবতে লাগলেন। তুলনা করতে থাকলেন তাঁর ইহকাল ও পরকালের মাঝে। একপর্যায়ে পার্থিব মোহ ছুড়ে ফেলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, আমি শিগগিরই সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হব; যার খুশি হওয়ার সে খুশি হবে, যার নাখোশ হওয়ার সে নাখোশ হবে। যদি সৃষ্টিকর্তা সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে পৃথিবীবাসীর নাখোশি দিয়ে কীইবা হবে!

বান্দার সম্পদ ও রিজিক, সুস্থতা ও অসুস্থতা, পদপদবি ও মানমর্যাদা, এমনকি জীবন-মরণও উপরওয়ালার হাতে। তাই উপরওয়ালা খুশি থাকলে পার্থিব ক্ষতির কোনো পরোয়া নেই।

আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন, তার উপর কেউ ক্রোধান্বিত হোক, তার থেকে দূরে সরে থাকুক অথবা তাকে নিয়ে কেউ উপহাস করুক, তাতে কোনো কিছু যায়-আসে না।

বেশকিছু সময় চিন্তাভাবনার পর তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সত্য দ্বীনের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল,

আমি আমার গোত্রের সম্মানী ও অনুসরণীয় ব্যক্তি। আমি নিজ গোত্রে ফিরে যাব এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করব।'

তুফাইল বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে বের হলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে খুব দ্রুত গোত্রের উদ্দেশে রওনা হলেন। গোত্রের নিকট পৌঁছালে তার বৃদ্ধ পিতা এগিয়ে এলেন।

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'বাবা, এখন থেকে আমি আপনার সাথে নেই, আপনি আমার সাথে নেই।'

পিতা বললেন, 'কেন বাবা?'

তিনি বললেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের অনুসারী হয়ে গেছি।'

পিতা বললেন, 'বেটা, আমার দ্বীন তো সেটিই যা তোমার দ্বীন।'

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতার এমন অপ্রত্যাশিত বক্তব্যে খুবই আপ্লুত হলেন, যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। তিনি বললেন, 'তাহলে যান, গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে আমার কাছে আসুন। আমি যা শিখেছি তা আপনাকে শিখাব।'

তাঁর পিতা গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে এলেন। তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর বাড়ির দিকে গেলে তার স্ত্রী তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করে নিলেন।

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এখন আমার কাছ থেকে দূরে থাকো। আমার সাথে তোমার এবং তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

স্ত্রী বলল, 'আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! কেন? কী হয়েছে?'

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইসলাম আমার ও তোমার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। কেননা, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের অনুসারী হয়ে গেছি।'

স্ত্রী বলল, 'তবে তো আমার দ্বীন সেটিই যা আপনার দ্বীন।'

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাহলে যাও, পবিত্র হয়ে আমার কাছে ফিরে এসো।'

স্ত্রী চলে গেলেন, কিন্তু তার অন্তরে ভয় চেপে বসল; প্রতিমা-পূজা ত্যাগ করলে দেবদেবি সন্তানদের কোনো ক্ষতি করে বসে কিনা! তিনি স্বামীর কাছে ফিরে এসে

বললেন, 'আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক! আপনি কি সন্তানদের ব্যাপারে প্রতিমা "জুশ-শিরা"কে ভয় করছেন?'

তারা এই জুশ-শিরা প্রতিমার পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত, জুশ-শিরার পূজা ছেড়ে দিলে নিজে বা সন্তানসন্ততি বিপদে আক্রান্ত হবে।

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি এই দায়িত্ব নিচ্ছি, জুশ-শিরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' সুতরাং সে চলে গেল এবং গোসল করে ফিরে এলো। এরপর স্বামীর হাতে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এরপর তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গোত্রে ঘুরেঘুরে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। তাদের বৈঠকখানাগুলোতে যেতেন, রাস্তায় দাঁড়াতেন। কিন্তু তারা প্রতিমাপূজা ত্যাগ করতে অস্বীকার করল। ফলে তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে আবারও মক্কায় গেলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, দাওস গোত্র অবাধ্যতা করেছে, অস্বীকার করেছে। হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আল্লাহর কাছে তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করুন।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাঁর দু-হাত আকাশের দিকে উঠালেন।

তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে ভাবলেন, দাওস গোত্র ধ্বংস হয়েছে।

কিন্তু মেঘ না চাইতে বৃষ্টিপাতের মতো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মায়া ভরা জবানে উচ্চারিত হলো—

اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا .

হে আল্লাহ, দাওস গোত্রকে হেদায়াত দাও। হে আল্লাহ, দাওস গোত্রকে হেদায়াত দাও।

তারপর তুফাইল বিন আমরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার জাতির কাছে ফিরে যাও। তাদের ইসলামের দিকে ডাকো, তাদের সাথে নম্র আচরণ করো।' তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরে গেলেন। তারপর খুব অল্পদিনেই দাওস গোত্রের প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

শাতিমে রাসুলের করুণ পরিণতি

দিন দিন ইসলামের প্রচার বেড়েই চলেছে। দলে দলে মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিয়ে নিজ মজলিসে বসে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের একত্ববাদ বর্ণনা করছেন। বিভিন্ন গোত্রের নেতারাও ইসলাম গ্রহণ করে অবনত মস্তকে রাসুলের সামনে বসে আছেন।

একদিন আরবের একনেতা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এলেন। সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। লোকটির নাম আমের বিন তুফাইল। ইসলামের প্রচার-প্রসার দেখে সমাজের লোকেরা তাকে বলল, 'হে আমের, লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তুমিও ইসলাম গ্রহণ করো।'

সে ছিল আমিত্বে আক্রান্ত অহংকারী মানুষ। সে বলত, 'আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি ততক্ষণ মারা যাব না, যতক্ষণ না আরবরা আমাকে তাদের রাজা বানাবে, যত দিন না তারা আমার পিছে পিছে চলবে। সুতরাং যেখানে আমার অবস্থান এমন, সেখানে আমি কীভাবে কুরাইশের ওই যুবকের অনুসরণ করতে পারি!'

কিন্তু এর কিছুদিন পর সে দেখল, ইসলাম আধিপত্য কায়েম করেছে, জনগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমর্থন করেছে, তখন তার কয়েকজন সাথিসহ উষ্ট্রিতে আরোহণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারের উদ্দেশে যাত্রা করল। সে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাহাবিদের মাঝে বসা ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'হে মুহাম্মদ, আমি তোমার সাথে একান্তে কথা বলতে চাই।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একান্তে কথা বলতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ না তুমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, ততক্ষণ তোমার সাথে একান্তে মিলিত হব না।'

আমের বিন তুফাইল আবার বলল, 'হে মুহাম্মদ, আমি তোমার সাথে একান্তে কথা বলতে চাই।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও তার প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালেন।'

এবার সে অবিরত বলতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ, দাঁড়াও, আমি তোমার সাথে কথা বলব। হে মুহাম্মদ, দাঁড়াও, আমি তোমার সাথে কথা বলব।' শেষপর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। তখন আমের বিন তুফাইল ইরবিদ নামের তার একসঙ্গীকে ডেকে কানে কানে বলল, 'আমি মুহাম্মদের সঙ্গে কথা বলব। তার মুখ তোমার থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখব, আর তখন তুমি তলোয়ার দ্বারা তাকে আঘাত করবে।' ইরবিদ তলোয়ার হাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করল।

তারপর দুজনে একটি দেয়ালের কাছে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমেরের সাথে কথা বলার জন্য উভয়ের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইরবিদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আঘাত করার ইচ্ছায় তলোয়ার হাতে নিল, কিন্তু যখনই সে তলোয়ার কোষমুক্ত করতে চায়, তার হাত অবশ হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত তলোয়ার কোষমুক্ত করতেই পারল না।

অপর দিকে আমের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা-ওটা বলে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছিল, আর ঘুরেঘুরে এদিক-সেদিক করে ইরবিদের দিকে তাকাচ্ছিল। ইরবিদ জড়পদার্থের ন্যায় জমাট বেঁধে স্থির দাঁড়িয়ে আছে, নড়াচড়াও করতে পারছে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আমের বিন তুফাইল, ইসলাম গ্রহণ করো।'

আমের বলল, 'হে মুহাম্মদ, ইসলাম গ্রহণ করলে তুমি আমাকে কী দেবে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মুসলিমরা যা পাবে, তুমিও তাই পাবে। মুসলিমদের যেই সমস্যা হবে, সেই সমস্যা তোমারও হবে।'

আমের বলল, 'আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তাহলে তোমার মৃত্যুর পর কি রাজত্ব আমাকে দেবে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার এবং তোমার কওমের জন্য এমন কিছু নেই।'

আমের বলল, 'তা হলে আমি এই শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি যে, আমি গ্রামের রাজা হব আর তুমি হবে শহরের রাজা।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না।'

তখন আমের রেগে গেল এবং তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ, আমি তোমার বিরুদ্ধে দ্রুতগামী ঘোড়া এবং শক্তিশালী মানুষের সমাবেশ ঘটাব। প্রতিটি খেজুরবাগানের সঙ্গে ঘোড়ার সংযোগ স্থাপন করব। তোমার বিরুদ্ধে গাতফান গোত্রের ১হাজার স্বর্ণকেশী পুরুষ ও ১হাজার স্বর্ণকেশী নারী নিয়ে যুদ্ধ করব।' তারপর তর্জনগর্জন করতে করতে সে বের হয়ে গেল।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমেরের ব্যাপারে তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও এবং তার কওমকে হেদায়াত দান করো।'

আমের তার সাথিদের নিয়ে মদিনা থেকে বেরিয়ে গেল। দীর্ঘ সফরে সে ছিল ক্লান্ত। মদিনার বাইরে তার গোত্রের সালুলিয়া নামের একমহিলা থাকত। ঘোড়া থেকে নেমে মহিলার তাঁবুতে সে অবস্থান করল। রাতে সেখানেই ঘুমাল। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ তার গলায় বড় এক ফোঁড়া উঠল। গলার ভেতর দিক থেকে তা ফুলে উঠল, যেমন উটের ঘাড়ের উপর ফোঁড়া উঠে উটকে মেরে ফেলে। সে আতঙ্কিত হয়ে ছটফট করতে লাগল। ঘোড়াকে বেদম প্রহার করে ঘোড়ার লাগাম ধরে সামনের দিকে চলতে লাগল। মারাত্মক ব্যথা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। চিৎকার করে করে ঘাড় হাত দিয়ে মলতে মলতে বলল, 'হায়! এ তো উটের মতো বড় ফোঁড়া!' এই অবস্থাতেই ঘোড়া তাকে নিয়ে ঘুরছিল। ঘোড়ার উপরই মারা গিয়ে ঘোড়া থেকে সে মাটিতে পড়ল।

তার সাথিরা তাকে এভাবেই ফেলে রাখে। তারা নিজ গোত্রে ফিরে যায়। বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ইরবিদকে লোকজন প্রশ্ন করল, 'হে ইরবিদ, তোমার পেছনে কী?'

ইরবিদ বলল, 'কিছুই নেই তো! আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ আমাদের একটি বস্তুর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছে। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, যদি এখন সে আমার সামনে থাকত, তা হলে আমি তাকে হত্যা করা পর্যন্ত তির নিক্ষেপ করতেই থাকতাম।'

তার এই উক্তির দু-এক দিন পর একটি উট বিক্রির জন্য সে কোথাও যাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা তার উপর এবং উটের উপর অগ্নিবায়ু প্রেরণ করলেন। আগুন তাদের উভয়কে জ্বালিয়ে দিলো।

আল্লাহ তাআলা আমের ও ইরবিদের অবস্থা সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন—

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ
وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ - لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ

أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَالٍ - هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِىءُ السَّحَابَ الثِّقَالَ- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اللهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ.

তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবই তাঁর নিকট সমান। তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে। আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফাজত করে। আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোনো জাতির উপর বিপদ দিতে চান, তখন তা ফিরে যাবার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই। তিনিই তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান ভয় ও আশার জন্য এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা। তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফেরেশতা, সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন। তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী। [সূরা রাদ : ১০-১৩]

মুশরিকদের সাক্ষ্য

মক্কা বিজয়ের পূর্বের ঘটনা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। যখন তিনি হারাম শরিফে পৌঁছুলেন, তখন কুরাইশরা তাঁকে মসজিদে হারাম থেকে ফিরিয়ে দিতে দূত হিসেবে উরওয়া ইবনে মাসউদকে পাঠাল। সে এসে দেখল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন। আর সাহাবিগণ তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছেন। কথার মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই থুথু ফেলছিলেন, তখন তা কোনো সাহাবির হাতে পড়ছিল। সাহাবিগণ সে পবিত্র থুথু-মোবারক সুগন্ধি হিসেবে নিজেদের শরীর ও চেহারায় মেখে নিচ্ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে যখন কোনো নির্দেশ দিতেন, তা পালনে সাহাবিগণ প্রতিযোগিতা শুরু করতেন। যখন তিনি অজু করতেন, অজুর পানি আনার জন্য সাহাবিদের মাঝে ছড়োছড়ি শুরু হয়ে যেত। যখন তিনি কথা বলতেন, সম্মানের আতিশয্যে নবিজির দিকে চোখ তুলে তাঁরা তাকাতেন না।

উরওয়া যখন বিষয়টি প্রত্যক্ষ করল, তখন সে সাথিদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'হে আমার কওম, আল্লাহর শপথ, আমি অনেক প্রতাপশালী বাদশাহর দরবারে গিয়েছি, কিসরা, কায়সার এবং নাজাশির দরবারে গিয়েছি, কিন্তু কোনো বাদশাহকে তার সঙ্গীগণ এত বেশি সম্মান করতে দেখিনি; যতটা সম্মান মুহাম্মদকে তাঁর সাথি ও অনুসারীরা করে থাকে। তারা মুহাম্মদকে এতটা ভালোবাসে যে, তাদের প্রতিটি কাজেকর্মে তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমার কাছে শুধু আমার সম্পদ ও সন্তানের চেয়ে অধিক প্রিয় নন; আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহর শপথ, বরং আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।'

একলোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, কিয়ামত কখন হবে?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?'

লোকটি বলল, 'আমি কিয়ামতের প্রস্তুতি হিসেবে খুব বেশি নামাজ, রোজা এবং প্রচুর পরিমাণ দান-সদকা করিনি ঠিক, তবে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে অনেক ভালোবাসি।'

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে।

সাহাবিগণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা, 'তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে' শুনে এতটাই খুশি হয়েছেন যে, এমন খুশি আর কখনো হননি। তাঁরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চলতেন, সূর্যের তাপ থেকে ছায়া দিয়ে চলতেন; যেন রাসুলের গায়ে সূর্যের তাপ না লাগে। যখন তাঁর সাথে সফর করতেন, নবিজিকে ছায়াদার বৃক্ষের ছায়ায় বসাতেন, যেন তিনি আরাম করতে পারেন।

তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কতই-না ভালোবেসেছেন!

কিন্তু ভাবার বিষয় হলো, সাহাবিগণের হৃদয়ে নবিজির প্রতি এত ভালোবাসা, সম্মান-মর্যাদা, অনুসরণ-অনুকরণ, সীমাহীন ভক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে উপরে উঠাননি, অথবা মানবীয় গুণের ঊর্ধ্বে মনে করেননি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন ও বলতেন, 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ—তিনি আল্লাহর নবি ও রাসুল এবং তাঁরই বান্দা।'

তবে হ্যাঁ, তিনি আদমসন্তানের সর্দার। হাশরের মাঠে সুপারিশকারী; কিন্তু তিনি তেমনই, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ .

বলুন, আমি কেবল তোমাদের মতো একজন মানুষ। আমার কাছে ওহি পাঠানো হয় যে, তোমাদের উপাস্য কেবল একক উপাস্য। অতএব, তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। [সুরা ফুসসিলাত : ৬]

সুতরাং তাঁর মানব হওয়াটা তাঁর সম্মানকে হ্রাস করবে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রতিপালকের রিসালাত পূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর দ্বীন পূর্ণ করেছেন।

অতএব, উম্মতের উপর রাসুলের হক কী? সেটা কি তার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা? না, কখনো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন গর্হিত কাজ থেকে বারণ করেছেন। যেমন: *সহিহুল বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এ বর্ণিত আছে—

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ .

আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না; যেমন খ্রিষ্টানরা মরিয়ম-তনয় (ইসা আ.)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা। অতএব, তোমরা বলো, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।[১]

উম্মতের ওপর নবিজির হক কি তাঁকে নিয়ে মিলাদ মাহফিল করা? নাকি ইসরা-মিরাজ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর হক রয়েছে?

না, কখনো না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কাজ থেকেও বারণ করেছেন। যেমন: *সহিহুল বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এ বর্ণিত আছে—

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

যে ব্যক্তি (শরিয়তের নামে) এমন কোনো কাজ করল, যা আমার বিধিসম্মত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।[২]

উম্মতের ওপর নবিজির হক কি বিপদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য চাওয়া? নাকি গাইরুল্লাহকে ডাকার মাঝে রাসুলের অধিকার নিহিত আছে? নাকি তাঁর কবর তাওয়াফ করার মাঝে এবং গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার মাঝে?

না, না, না, কখনো না; এর সবই আল্লাহর সঙ্গে শিরক।

[১] *সহিহুল বুখারি*: ১১/২৪২।
[২] *সহিহুল বুখারি*: ২২/৩৩২; *সহিহ মুসলিম*: ৯/১১৯।

উমাইয়া বিন খালফের মৃত্যু

মুসা বিন উকবা তার মাগাজিতে বর্ণনা করেছেন, জাহেলি যুগে সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমাইয়া বিন খালফের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে উমাইয়া বিন খালফ যখন সিরিয়া সফরের ইচ্ছা করত, তখন মক্কার উত্তরাঞ্চল হয়ে যাত্রা করে মদিনায় গিয়ে বিশ্রামের জন্য সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে দু-এক দিন অবস্থান করত। যাত্রাবিরতির পর আবার সিরিয়ার দিকে রওনা হতো। এরপর যখন সিরিয়া থেকে দক্ষিণাঞ্চল হয়ে ফিরত, তখনও মদিনায় এসে তার বন্ধুর বাড়িতে বিশ্রামের জন্য দু-এক দিন অবস্থান করে মক্কার দিকে যাত্রা করত।

সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও এমনটি করতেন। যখন ইয়ামেন যেতেন বা কোনো প্রয়োজনে মক্কায় যেতেন, উমাইয়া বিন খালফের বাড়িতে মেহমান হতেন। দু-এক দিন বিশ্রাম করে গন্তব্যের পথে যাত্রা করতেন। ইতিপূর্বে মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র কিছুদিন হলো মদিনায় হিজরত করেছেন।

হঠাৎ একদিন সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো প্রয়োজনে মক্কায় গেলেন। সেখানে বন্ধু উমাইয়া বিন খালফের বাড়িতে মেহমান হলেন। সাআদ উমাইয়াকে বললেন, 'একটু নিরিবিলি সময়ের প্রতি লক্ষ রেখো, আমি কাবাঘর তাওয়াফ করার ইচ্ছে করেছি।'

উমাইয়া বলল, 'ঠিক আছে, আমি দুপুরে রোদের প্রখরতা কমে এলে তোমাকে নিয়ে যাব। সাধারণত এ সময় লোকজন বাড়িতে অবস্থান করে। আমি আর তুমি বের হব। তুমি তাওয়াফ করবে। এতে ভীড়ের মাঝেও পড়তে হবে না, আবার পথে আমাদের কেউ দেখতেও পাবে না। এতে অহেতুক ঝামেলা এড়ানো যাবে।

যখন দুপুর হলো, উমাইয়া বিন খালফ তার সাথির হাত ধরে বের হলো। রাস্তায় তাদের সাথে কোনো দাসদাসীরও সাক্ষাৎ হয়নি, দুর্বল কোনো মানুষের সাথেও দেখা হয়নি। কিন্তু কাফেরদের নেতা, এই উম্মাহর ফেরাউন আবু জাহেলের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ।

আবু জাহেল উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কে?'

উমাইয়া বলল, 'আমার ইয়াসরিবি ভাই।'

আবু জাহেল জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়াসরিব[৩] থেকে এসেছে?'

উমাইয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

তখন আবু জাহেল রেগে সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, 'তোমরা মুহাম্মদ এবং তার সাথের বিধর্মীদের[৪]আশ্রয় দিয়েছ। তারপর আবার নিরাপদে কাবাঘর তাওয়াফ করতে এসেছ! আল্লাহর শপথ, যদি তুমি আবু সাফওয়ানের[৫] সাথে না থাকতে, তা হলে নিরাপদে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারতে না।'

আবু জাহেলের কথা শুনে সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুও রেগে গেলেন। তিনি এই ধরনের অভদ্রতা দেখে সহ্য করার মতো নেতা ছিলেন না। তিনি তো মদিনার নিজ কওমের নেতাদের অন্যতম ছিলেন।

তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'হে আবু জাহেল, তুই যদি আমাকে এই পবিত্র কাজ 'তাওয়াফ' থেকে বাধা দিস, তা হলে আমি তোকে আরও প্রিয় কাজ থেকে বাধা দেবো।'

আবু জাহেল বলল, 'তুমি আমাকে কোন কাজ থেকে বাধা দেবে? তোমাদের মদিনায় কি কাবা আছে যে, সেখানে আমাকে বাধা দেবে?'

সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোকে সিরিয়ার পথে চলতে বাধা দেবো।'

আবু জাহেল রেগে বলল, 'আল্লাহর কসম, তুমি পারবে না।'

সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'অবশ্যই পারব।'

দুজনের মাঝে বিতর্ক চলতে থাকল। ওদিকে উমাইয়া বিন খালফ অসহায়ের মতো একবার ডানে তাকিয়ে দেখে—মদিনার নেতা সাআদ বিন মুআজ; আবার বামে তাকিয়ে দেখে—মক্কার নেতা আবু জাহেল। সে বুঝতে পারছিল না, কার পক্ষ নেবে!

---

[৩] মদিনার প্রাচীন নাম।

[৪] প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কাফেররা মুসলমানদের বিধর্মী বলত।

[৫] 'আবু সাফওয়ান' উমাইয়া বিন খালফের উপাধী।

একপর্যায়ে তার মন আবু জাহেলের দিকে আকৃষ্ট হলো। সাআদ বিন মুআজের দিকে লক্ষ করে উমাইয়া বলল, 'সাআদ, আবুল হিকামের[৬] ওপর জোরে কথা বলো না। সে এই এলাকার নেতা।'

সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিতর্ক বন্ধ করে উমাইয়াকে সম্বোধন করে বললেন, 'উমাইয়া, আমাকে ছেড়ে দাও! আল্লাহর শপথ, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি, আমরা তোমাকে হত্যা করব।'

উমাইয়া বলল, 'হা-হা-হা! মুহাম্মদ তোমাদের বলেছে, তোমরা আমাকে হত্যা করবে?'

সাআদ বললেন, 'হ্যাঁ।'

উমাইয়া বলল, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলে না; কিন্তু এবার তোমাদের মিথ্যা বলেছে। আচ্ছা বলো তো, তোমরা আমাকে কোথায় হত্যা করবে, মক্কায় নাকি অন্য কোথাও?'

সাআদ বিন মুআজ বললেন, 'আমি জানি না, মক্কায় নাকি অন্য কোথাও! তবে কথা হলো, তুমি নিহত হবে এবং তা হবে মুসলমানদের হাতেই।'

উমাইয়া বিন খালফ বিতর্ক ছেড়ে চলে গেল এবং মনে মনে বলতে লাগল, মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলে না। স্ত্রীর সামনে গিয়ে বলল, 'হে উম্মে সাফওয়ান,'

স্ত্রী বলল, 'হ্যাঁ, বলুন।'

উমাইয়া বলল, 'তুমি কি জানো, ইয়াসরিবি ভাই আমাকে কী বলেছে?'

স্ত্রী বলল, 'সে কী বলেছে?'

উমাইয়া বলল, 'সে বিশ্বাস করে, মুহাম্মদ নাকি সংবাদ দিয়েছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।'

স্ত্রী বলল, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ মিথ্যা বলে না, কিন্তু কোথায় হত্যা করবে, মক্কায় নাকি অন্য কোথাও?'

উমাইয়া বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি জানি না, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি কখনো মক্কা থেকে বের হব না। মক্কায় পাহারা-নিরাপত্তা রয়েছে। এখানে আমার দাসদাসী আছে, আমার কওম আছে, আমি কখনো মক্কা থেকে বের হব না।'

---

[৬] আবু জাহেলের আসল নাম। যার অর্থ—সেবা জ্ঞানী। কিন্তু বুঝেশুনে ইসলামকে উপেক্ষা করার কারণে ইসলামের পক্ষ থেকে তাকে উপাধী দেওয়া হয়েছে আবু জাহেল—মূর্খের সেবা।

সুতরাং এভাবে কিছুদিন চলল। একসময় কুরাইশের একটি কাফেলা যাত্রা করল এবং মদিনার নিকটবর্তী পথ ধরে চলতে লাগল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাকড়াও করার জন্য বের হলেন। তখন আবু সুফিয়ান মক্কায় দূত পাঠাল, যেন তাদের সাহায্যে ও যুদ্ধ করার জন্য, কাফেলাকে বাঁচানোর স্বার্থে মক্কাবাসী বের হয়ে আসে। সংবাদ পাওয়া-মাত্র আবু জাহেল মানুষের মাঝে ঘুরেঘুরে বলতে লাগল, 'হে লোকসকল, তোমাদের কাফেলার উদ্দেশে বের হও এবং তাদের রক্ষা করো।'

এই ঘোষণা শুনে প্রতিটি মানুষ যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছে; কেবল একজন ছাড়া। সে হলো, উমাইয়া বিন খালফ। সে ছায়ায় বসে আছে। আবু জাহেল তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে-আসছে। লোকজন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। উমাইয়া বিন খালফ কাবার ছায়ায় উপবিষ্ট। আবু জাহেল এক-দুবার এলো-গেল, উমাইয়া বসেই আছে। একসময় আবু জাহেল তার কাছে গিয়ে বলল, 'হে উমাইয়া, হে আবু সাফওয়ান, এসো, প্রস্তুত হও।'

উমাইয়া বলল, 'আমি না-যাওয়ার ইচ্ছে করেছি।'

আবু জাহেল বলল, 'আশ্চর্য! তুমি কী বলছ এটা! তুমি বসে গেলে সবাই বসে যাবে। তুমি অন্য সবার মতো নও। তুমি তো কওমের অন্যতম নেতা।'

উমাইয়া বলল, 'তোমার কি মনে আছে, ইয়াসরিবি ভাই কী বলেছিল?'

আবু জাহেল বলল, 'হে আবু সাফওয়ান, আমাদের সাথে চলো। তুমি তো দেখছি এখন পুরো সেনাদলকেই বিভ্রান্ত করবে!'

উমাইয়া বলল, 'আমি মক্কা থেকে এক পা-ও নড়ব না।'

আবু জাহেল কাফের ও পথভ্রষ্ট; তবে সে প্রচণ্ড ধী-শক্তির অধিকারী ছিল।

আবু জাহেল চলে গেল এবং একটি ধুনুচি এনে তাতে আগুন রাখল। এরপর তাতে ধুপসলার টুকরো দিলো। তারপর উমাইয়ার কাছে গেল। উমাইয়া তখন নিজ কওমের সাথে বসা ছিল। উমাইয়াকে লক্ষ করে আবু জাহেল বলল, 'ধরো, সুগন্ধি মাখো! তুমি তো পুরুষ নও, নারী!'

উমাইয়া বলে উঠল, 'কী বললে? আমি নারী!'

আবু জাহেল বলল, 'হ্যাঁ, যদি তুমি পুরুষ হতে, তা হলে পুরুষের সাথে যুদ্ধ করতে সম্মত হতে। তুমি অন্দরমহলের নারীদের সাথে বসে থাকো, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি।'

উমাইয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ধুনুচি ছুড়ে ফেলে বাড়ির দিকে গেল।

স্ত্রীকে বলল, 'হে উম্মে সাফওয়ান, সামানা তৈরি করে দাও।'

স্ত্রী বলল, 'কীসের জন্য সামানা তৈরি করব?'

উমাইয়া বলল, 'সৈন্যদের সাথে যাব।'

স্ত্রী বলল, 'তোমার কি মনে নেই, ইয়াসরিবি ভাই কী বলেছিল?'

উমাইয়া বলল, 'তাদের সাথে এক-দু মনজিল গিয়েই আমি ফিরে আসব। মদিনার পথ সুদীর্ঘ ৫০০ কিলোমিটার। তাদের সাথে যাব। আমি রাস্তায় গিয়ে সুযোগ বুঝে চলে আসব। তারা তো নাশতার জন্য যাত্রাবিরতি করবে, রাতের খাবারের জন্য যাত্রাবিরতি করবে, রাতযাপনের জন্য যাত্রাবিরতি করবে। ১৩০০ মানুষ। যাত্রাবিরতির কোনো ফাঁকে তাদের ধোঁকা দিয়ে আমি ফিরে আসব।'

কিন্তু আবু জাহেল তার চেয়েও বুদ্ধিমান ছিল। যখনই যাত্রাবিরতি করেছে, উমাইয়া এসেছে এবং তার উটের ওপর বসেছে আর অপেক্ষায় থেকেছে যে, যখন লোকজন যাত্রাবিরতি শেষ করে যাত্রার জন্য ব্যস্ত থাকবে তখনই পালাবে। কিন্তু ঠিক তখনই আবু জাহেল এসেছে এবং সেনাদলের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকেছে। সে বলত, চলো, সবাই চলো। উমাইয়া দাঁড়াও, চলো। প্রতিটি মনজিলেই আবু জাহেল এমন করত।

এভাবে চলতে চলতে উমাইয়া বদরপ্রান্তরে এসে উপনীত হয় এবং মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। এভাবেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব হয়ে প্রকাশ পায়।

বিষ মাখানো গোশত

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ *সহিহুল বুখারি*তে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, খায়বার বিজয়ের পর এক-ইহুদি নারী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাবারের দাওয়াত দিলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত গ্রহণ করে মহিলার বাড়ি গেলেন। এ দিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সহ সাহাবিগণ দীর্ঘদিন যাবৎ খায়বার অবরোধ করে রেখেছেন। ফলে সাহাবিগণ ছিলেন ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তাঁদের খাবারের তীব্র প্রয়োজন ছিল। ওই মহিলা খাবারের দাওয়াত দিলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে সেখানে গেলেন। তাঁরা ভুনা বকরির চারদিকে বসে গেলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওয়ার জন্য বকরির বাহু উঠালেন এবং খেতে মুখ লাগালেন তখন সাহাবিগণ চিৎকার করে খাওয়া থেকে নবিজিকে নিবৃত্ত করলেন এবং বাহুটা রেখে দিলেন। তারপর নবিজি বললেন, 'ইহুদিদের আমার সামনে ডাকো।' ডাকা হলে তাদের নেতৃবৃন্দ এলো এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়াল। নবিজি তাদের বললেন, 'হে ইহুদিরা, তোমরা আমাকে একটি সত্য কথা বলবে?'

ইহুদিরা বলল, 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম।'

নবিজি বললেন, 'তোমাদের পিতা কে?'

তারা বলল, 'অমুক।'

নবিজি বললেন, 'তোমরা মিথ্যে বলছ; বরং তোমাদের পিতা অমুক।'

তারা বলল, 'আপনি সত্যিই বলেছেন।

কেননা, ইহুদিরা নিজেদের পিতৃপুরুষ জাবানের দাদার দিকে সম্বোধন করত। আর যখন তাদের বংশীয় গৌরবের দিকে লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করা হতো, তোমাদের পিতৃপুরুষ কে? তখন তারা ভিন্ন পিতৃপুরুষের নাম বলত যিনি প্রকৃতপক্ষে খায়বারের ইহুদিদের পিতৃপুরুষ ছিলেন না; তারা হলো অন্য ইহুদি বংশধারা। এরা নিজেদের পিতৃপুরুষ জাবানের দিকে সম্বোধিত করত, তবে বংশীয় গৌরবের ব্যাপার হলে অন্য পিতৃপুরুষের দিকে নিজেদের সম্বোধন করত।

সুতরাং তারা বলল, 'আমাদের পিতৃপুরুষ অমুক, তিনি হলেন অন্য পিতৃপুরুষ।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা মিথ্যে বলছ, তোমাদের পিতৃপুরুষ তো অমুক।'

তারা বলল, 'আপনি ঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলেছেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে ইহুদিরা, তোমরা আমাকে আরেকটি সত্য কথা বলবে?'

ইহুদিরা বলল, 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম। আমরা যদি মিথ্যা বলি, তা হলে তো আপনি পূর্বের মতো এবারও আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'জাহান্নামি কারা?'

তারা বলল, 'আমরা সেখানে অল্প কিছু সময় থাকব, তারপর আপনারা আমাদের অনুসরণ করবেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, 'তোমরা সেখানে লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহর কসম, আমরা সেখানে কখনোই তোমাদের অনুসরণ করব না।' নবিজি তাদের বললেন, 'হে ইহুদিরা, আমাকে কি আরেকটি সত্য কথা বলবে?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি বকরির গোশতে বিষ মিশিয়েছ?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

নবিজি বললেন, 'তোমরা কেন বিষ মিশিয়েছ?'